# শ্রদ্ধেয় জামিলুল বাসার সাহেবকে

– – – –

অনন্ত বিজয় দাশ
**ananta@inbox.com**

২০ শে সেপ্টেম্বর, ২০০৬

আমাকে উদ্দেশ্য করে মুক্তমনা'তে আপনার সদ্য পাঠানো "**কোরান না বোঝার কারণ**" নামক লেখাটি পড়েছি কয়েক দিন হয়ে গেলো, কিন্তু উত্তরে কিছু কিছু জানাবো জানাবো করে আর হয়ে উঠলো না (কারণগুলো অবশ্য আমি রায়হান ভাই'কে উদ্দেশ্য করে আমার সদ্য দ্বিতীয় লেখায় উল্লেখ করেছি)। আজকে একটু অবসর হওয়ায় চেষ্টা করে দেখতেছি।

আপনার পাঠানো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখা মুক্ত-মনা, সদালাপ, ভিন্নমত নামক বাংলা অনলাইন পত্রিকাগুলোতে দীর্ঘদিন ধরেই দেখছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আপনার অনেকগুলো লেখাই আমার পড়া হয়ে উঠে নি। মূলকারণ হচ্ছে আপনার অনেকগুলো লেখাতে "Sutonny"-এর যে সকল ফন্ট ব্যবহার করা হতো, তা এখানকার সাইবার কাফের কম্পিউটারগুলো সাপোর্ট করতো না। তবে যতগুলি পড়েছি, তাতে মনে হয়েছে আপনার লেখার হাত যথেষ্ট ভালো। চাইলেই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠার লিখে যেতে পারেন। এই গুণাবলিটি অনেকেরই থাকে না; যেমন আমার নেই। আমি তো একপৃষ্ঠা লেখতে গেলেই শরীর দিয়ে ঘাম বের হয়ে আসে।

প্রথমেই একটি ত্রুটি স্বীকার করে নিচ্ছি। রায়হানভাই কে পাঠানো দ্বিতীয় লেখায় ভুলক্রমে আপনার নাম আমি "**জামিলুল বাশার**" লিখেছি। অনিচ্ছাকৃত এ ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। যাই হোক, মূল প্রসঙ্গে এবার ফিরে আসি। আপনার লেখা পড়ে আমি প্রথমে বুঝতে পারি নাই, আপনি আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখাটা লিখেছেন কিনা, শেষে নিচের দিকে আমার নাম লেখা দেখে সন্দেহ দূর হল। কিন্তু কিসের জন্য লিখেছেন আপনি, সেটা বুঝতে পারলাম না। যাই হোক, আপনি "**কোরান না বোঝার কারণ**" হিসেবে অনেকগুলো কারণ চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে **প্রথম ও সর্বপ্রধান কারণ** চিহ্নিত করেছেন **আরবী ভাষা না জানা**। কোরান বুঝতে হলে যে, একমাত্রই আরবী ভাষাই জানতে হবে; এই বক্তব্যে আমার দ্বিমত আছে। রায়হানভাইকে পাঠানো আমার খোলা চিঠিতে আমি যে সকল আয়াত দিয়েছি, সবগুলোই বাংলাতে। কারণ বাংলা কোরানই আমার সংগ্রহে আছে। আর আরবী ভাষা আমি জানি না, সেটা ১০০% সত্যি। প্রথম দিকে আমি একটি ইংরেজীতে অনুবাদ করা কোরান পড়ার চেষ্টা করতাম, কিন্তু সেটি পরবর্তীতে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর এখন বাংলায় কোরান শরীফ পড়ার চেষ্টা করি। স্বীকার করতে দোষ নেই, আমার জ্ঞানগত, মনস্তাত্বিক এবং অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কারণে আমি কোরানের মর্মার্থ হয়তোবা ১০০% বুঝতে পারি নাই, তাই বলে আবার একদমই যে বুঝতে পারি নাই তাও ঠিক না বলে মনে করি। যতটুকু পড়ি, ততটুকু বুঝতে চেষ্টা করি। আর একটা কথা, শুধু কোরান পড়ে কোরানের মর্মার্থ বুঝতে গেলে ব্যর্থ হতে হবে নিশ্চিৎ। কোরান পড়ার সাথে সাথে কোরান রচনার ইতিহাস, হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনী, তৎকালীন আরব জাতির সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস অবশ্যই পড়তে হবে। তখনই কেবল পরিপূর্ণ ভাবে কোরানের মর্মার্থ বুঝতে পারা যাবে। এটি শুধু কোরানের জন্য নয়, যেকোন ধর্মগ্রন্থ অধ্যয়ন এবং মর্মার্থ বুঝার জন্য এটি আবশ্যিকভাবে প্রযোজ্য বলা যায়। এব্যাপারে একটি ছোট্ট উদাহরণ দিলে

ভালো হবে। **কোরান শরীফের সূরা আল লাহাব (১১১)-এর ১-৫নং** আয়াতে উল্লেখিত আছে : "( ইসলাম বিরোধীতার কারণে) আবু লাহাবের দুটো হাতই ধ্বংস হয়ে যাক, ধ্বংস হয়ে যাক- সে নিজেও। তার ধন সম্পদ তার কাজে আসবে না- না তার আয় উপার্জন; বরং (তা অতি সত্বর জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে) নিক্ষিপ্ত হবে, সে (নিজেও) সেই আগুনের লেলিহান শিখায় নিমজ্জিত হবে। (তার সাথে থাকবে) জ্বালানী কাঠের বোঝা বহনকারী তার স্ত্রীও। (অবস্থা দেখে মনে হবে) তার গলায় যেন খেজুর পাতার পাকানো শক্ত কোন রশি জড়িয়ে আছে।" এখন শুধু কোরান শরীফ পাঠ করলে, কখনোই বোঝা সম্ভব নয় যে, এই আবু লাহাব কে? কেন তাকে এই শাস্তি দেয়া হচ্ছে? কিসের জন্য তাঁর স্ত্রীকেও শাস্তি দেয়ার কথা ঘোষনা করা হচ্ছে? কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানতে হলে অবশ্যই আমাদের কোরানের ইতিহাস, হযরত মোহাম্মদের ইতিহাস পাঠ করতে হবে। হযরত মোহাম্মদের সময়কালীন আরব জাতির ইতিহাস(ফাউন্ডেশন অব ইসলাম; বেঞ্জামিন ওয়াকার, অনুবাদ- সা'দ উল্লাহ; সময় প্রকাশনী, ঢাকা-১১০০; পৃঃ ১১২।) থেকে জানা যায়, হযরত মোহাম্মদের দুই মেয়ে রোকেয়া এবং উম্মে কুলসুম-এর সাথে চাচা আবু তালিবের ছোট ভাই আবদুল উজ্জা-আবুলাহাবের দুই ছেলে ওতবা এবং ওতাইবা'র বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে মোহাম্মদ কন্যাদ্বয়ের তালাক হয়ে যায়, এবং মোহাম্মদের একটি মন্তব্যের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে ছোট চাচা আবদুল উজ্জা মোহাম্মদের উপর থেকে তার সমর্থন প্রত্যহার করে নিলেন। তখন হযরত মোহাম্মদ ও ক্ষিপ্ত হয়ে বলে বসলেন "তুমি ধ্বংস হও, অনির্বাণ শিখায় জ্বলতে থাকো।" এই ঘটনার পর থেকে আবদুল উজ্জা হয়ে গেলেন আবু লাহাব মানে অগ্নি শিখার পিতা। এই ঘটনা'কে কেন্দ্র করেই বলা হয়ে থাকে মোহাম্মদ "ওহী" পেলেন আবু লাহাব ও তাঁর স্ত্রী উম্মে জামিলের নরক বাস হবে (১১১:৩)!!

**এখন বাসার সাহেবের উত্তরে বলতে হয় :**

(১) "কোরান আল্লাহর একমাত্র ভাষা আরবিতে অবতীর্ণ"-একথা মেনে নিলে অন্য যে সব ভাষায় (হিব্রু, পার্শী ইত্যাদি) পূর্বে আল্লাহর অনুমোদিত অন্যান্য কিতাব অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই সব ভাষা বা কিতাব বাতিল করে দিতেন। কিন্তু তা করা হয় নি। তাছাড়া, আজকের এই দুনিয়ায় যারা আরবী ভাষা জানেন না, কিন্তুজন্মসূত্রে মুসলমান; তাদের কেউই কি কোরান শরীফ বুঝতে পারেন নাই? সবাই কি না বুঝেই কোরান শরীফ পড়ছেন??

(২) হযরত মোহাম্মদ'র মাতৃভাষা আরবি বলেই (৪৪:৫৮) কোরান শরীফ আরবিতে রচিত।

(৩) অনুবাদ করা গ্রন্থ যদি বোঝা যায় না, উদ্ধার করা যায় না মর্মার্থ, তাহলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "**গীতাঞ্জলি**" কখনোই বিশ্বসাহিত্যের মর্যাদা পেত না, পেতো না বিশ্বের দরবারে মহাকাব্যের মর্যাদা হোমারের "**ইলিয়ড ও ওডিসি**" কিংবা শেক্সপিয়রের "**ওথেলো**" সহ অন্যান্য উপন্যাস সমূহ। শ্রদ্ধেয় বাসার সাহেবের কথা মতো এগুলো বাংলায় পড়লে তো কোন মর্মার্থ বোঝতে পারার কথা নয়? কিংবা বাংলায় অনুবাদ করলেও বুঝতে পারার কথা নয় হিব্রু ভাষায় রচিত ইহুদীদের **ওল্ড টেষ্টামেন্ট**, খ্রীষ্টানদের **নিউ টেষ্টামেন্ট**। ইংরেজীতে অনুবাদ করলে কি বুঝা যাবে?? ইংরেজরা এখন যে ইংরেজীতে বাইবেল পাঠ করে, তা কী না বুঝেই পাঠ করতেছে? এখানে বাসার সাহেব'কে ছোট করে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই, আপনি তো তৌরাত শরীফ, ইঞ্জিল শরীফ পাঠ করেছেন নিশ্চয়ই; সেটা কোন ভাষায় পাঠ করেছেন? না বুঝেই পাঠ করেছেন না কী বুঝেই পাঠ করেছেন? এবং কোন ভাষায় পাঠ করেছেন একদম আদি হিব্রু ভাষায় না বর্তমান কালের হিব্রু ভাষায় না ইংরেজী ভাষায়? জানাবেন কি দয়া করে?

(৪) হিন্দুধর্মগ্রন্থ "বেদ", "গীতা", "মনুসংহিতা" এগুলোতো সংস্কৃত ভাষায় রচিত। যে "**মনুসংহিতা**" হিন্দুআইনের উৎস, এই মনুসংহিতাতেই (**১১/১৩১**) "**শুদ্র হত্যার জন্য**" বিড়াল, নেউল, ব্যা-, গোসাপ মেরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়, ব্রাহ্ম ণের শুদ্রহত্যার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় (**৮/৩৭৯**) নিজের মস্তকমুন্ডন করে!! অন্য বর্ণগুলির ক্ষত্রে এই দন্ড প্রাণান্তিক। এই ধরণের অজস্র ঘৃন্য, অনৈতিক, অমানবিক ধর্মীয় বাণীতো বাংলায় বোঝতে পারার কথা নয়, কারণ এগুলি তো সংস্কৃতে রচিত হয়েছিলো। তাই না?

(৫) আমাদের বাংলা ভাষা হিন্দ-ইউরোপীয়ান, প্রাকৃত, মাগধী ইত্যাদি ভাষার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের এই চলিত বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে। আজ থেকে মাত্র দু'শো বছর আগের বাংলা ভাষার সাথে বর্তমানের বাংলাভাষার মধ্যে অনেক তফাৎ। ঠিক তেমনি, আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগের আরবী ভাষার সাথে বর্তমান কালের আরবীর অসংখ্য তফাৎ রয়েছে। থাকাটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর কোন ভাষাই সময়ের প্রয়োজনে রূপবদল না করে বাঁচে না, বাঁচতে পারে না। কাজেই আজকে যারা মূল আরবিতে কোরান পাঠ করেন, তারাই বা কতটুকু বুঝতে পারেন প্রায় দেড় হাজার বছর আগের পুরানো ভাষা থেকে?? বয়োজ্যেষ্ঠ বাসার সাহেব কি নিজের বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন এই দেড় হাজার বছরে আরবি ভাষা একটুও পরিবর্তীত হয় নি??

(৬) আর তাছাড়া রাগ, ঘৃনা ভালবাসা ইত্যাদি প্রকাশসূচক শব্দগুলো ভাষার অনুবাদে খুব হের ফের হয় না বলেই আমার ধারণা। যেমন কোন আয়াতে kill শব্দটি থাকলে অনুবাদের কারণে তা kiss' এ রূপান্তরিত হতে পারে না। যদি অবিশ্বাসীদের মেরে ফেলার কথা লেখা থাকে, কিংবা স্ত্রী কে পেটানোর ইঙ্গিত থাকে তবে সেটা ইংরেজী বা বাংলা যেভাবেই অনুবাদ করা হোক না কেন মর্মাথ একই থাকবে। আবার কাউকে সন্মান করার কথা আরবীতে বলা হলেও সেটির ইংরেজী বা বাংলা অনুবাদ উলটো হয়ে যায় না। একই ভাবে কোরানের কোথাও "চার' উল্লেখ থাকলে অনুবাদের কারণে তা পরিবর্তিত হয়ে "তিন'-এ রূপান্তরিত হয় না। কোথাও "হ্যা' বলা হলে সেটা অনূদিত হয়ে "না' হয়ে যায় না।

(৭) জামিলুল বাসার সাহেব কোরান সম্বন্ধে যে যুক্তি দিচ্ছেন, তা তো বাইবেলের জন্যও সমান ভাবে প্রযোজ্য। মূল বাইবেল লেখা হয়েছিল হিব্রু ভাষায়। আমার ধারণা জামিলুল বাসার বা রায়হান ভাই কেউই হিব্রু জানেন না। অথচ রায়হান ভাই যখন বাইবেলের সমালোচনা করেন, পৃথিবীর আকার নিয়ে বাইবেলের আয়াত হাজির করেন তখন কি আপনি বলেন যে হিব্রু ভাষা না জানা থাকার কারণে রায়হান সঠিক সমালোচনা করছেন না? এক যাত্রায় পৃথক ফল হবে কেন শুনি?

(৮)কোরানের যারা অনুবাদ করছেন তারা সকলেই জ্ঞানী গুনি এবং আরবী ভাষায় পন্ডিত। ইউসুফ আলী, পিকথাল, শাকির, দাউদ এরা সবাই নামকরা অনুবাদক এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে পরিচিত। এমনকি কেউ কেউ বিখ্যাত ইসললামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবের কর্মরত ছিলেন। বাংলাভাষায়ও জ্ঞানী গুনি জনই কোরান অনুবাদ করেন। তাদের সকলের অনুবাদ ভুল, কিংবা কেউই মর্মাথ বোঝেন না, এটি বোধ হয় ঠিক নয়। তাদের ভাষাগত দক্ষতায় পার্থক্য থাকলেও আয়াতের বক্তব্য অপরিবর্তিত রেখেই তারা অনুবাদ করেন বলে আমার ধারণা। সেজন্যই সম্ভবতঃ কোন মুসলমানই পিকথাল, দাউদ, ইউসূফ আলী কিংবা হাফেজ মুনির উদ্দিনের অনুবাদ বাতিল করার জন্য কোন আন্দোলন করেন নি। কিন্তু সেই অনুবাদ ফোরামে তুলে ধরলেই হয় যত গন্ডগোল। আনুবাদের মার প্যাচ নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু করেন অনেকে।

(৯) প্রশ্ন যদি করতে হয় তাহলে সামগ্রিকভাবেই কোরানের অনুবাদ নিয়ে প্রশ্ন তোলা উচিৎ। কিন্তু যখন কোরানের ভাল ভাল আয়াতগুলো বিশ্বাসীরা হাজির করেন তখন কেন জামিলুল বাসার আনুবাদের ধূয়া তোলেন না? এমনও তো হতে পারে আনুবাদের কারণে মর্মার্থ পাল্টে গিয়ে আয়াতগুলো ভাল শোনাচ্ছে, মূল আরবী আসলে অতটা ভাল নয়? জামিলুল বাসার কেবল সেগুলো আয়াতের অনুবাদ নিয়েই বিতর্ক করেন যেগুলো আজকের প্রেক্ষাপটে আবৈজ্ঞানিক, অমানবিক কিংবা পরস্পর বিরোধী শোনায়।

(১০) আর তাছাড়া আরবী জানলেই যে কোরানকে জামিলুল বাসার সাহেব যেভাবে দেখছেন, সবাই সেভাবে দেখবেন, তারই বা নিশ্চয়তা কি? ডঃ আলী সিনা, ইবন ওয়ারাক, আনওয়ার সাইখ এরা তো আরবী জেনেই কোরান পড়েছেন; অথচ দেখুন তারাই এ পৃথিবীতে কোরানের বড় সমালোচক।

তাই বলতে হয়, কোরানের যেসব অনুবাদ হয়েছিল বা এখন হয়ে থাকে, তা যে ভাষাতেই হোক না কেন তা কালের সীমা অতিক্রম করে মূল অর্থের কাছে পৌঁছে যায়। তাই আমি মনে করি, কোরানের স্বীকৃত যেকোন অনুবাদ থেকেই চেষ্টা করলেই কোরানের মর্ম বুঝা যায় সহজতর ভাবে।

বাসার সাহেব **দ্বিতীয় যে কারণটি** চিহ্নিত করেছেন, সে সম্পর্কে বলার মতো কিছুই নাই। হেঁয়ালিপূর্ণ পরস্পরবিরোধী তথাকথিত আধ্যাতিক শব্দ দিয়ে বাক্যগুলি ভরপুর। দেখুন : "একটি মানুষের যেমন ৩টি স্থুল দেহ ঠিক তেমনিই ৩টি জীবণ দেহ যথা : স্থুল, সূক্ষ্ণ ও জ্যোতি বা নূর দেহ (বিস্তারিত ধর্মদর্শনে আছে)। প্রধানত : গদ্য স্থুল দেহের, পদ্য সূক্ষ্ণ দেহের এবং গান জ্যোতি দেহের ভাষা। জ্যোতি দেহই আল্লাহ। আল্লাহূ নূরুচ্ছামাওয়াতি অল আর্দ্ব; অর্থ : উপাস্য দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্যোতি। এই নূর দেহের ভাষাই গান। গানের ভাষাতেই আল্লাহ কথা বলে বলেই অতীতের সকল ঐশী গ্রন্থগুলি সুর-ছন্দ বা গানের মাধ্যেম নাজিল হয়েছে। এই কোরানও তাই। পক্ষান্তরে, এই সূরা তথা গানকেই শরিয়ত হারাম ঘোষনা করেছে। যদিও এই সূরা ছাড়া আলেমগণ ওয়াজ-নছিহতও করতে পারেন না; যেখানে সুর একেবারেই অবান্তর, অর্থহীন এবং অবাঞ্চিতও বটে!" একটি মানুষের ৩টি জীবন দেহ, ৩টি স্থুল দেহ ...........কোথায় মানুষের দেহ আর কোথায় গদ্য, পদ্য?? এগুলো নিয়ে কি বলা যায়? বাসার সাহেব, আপনি নিশ্চয়ই জানেন, গদ্য-পদ্য-গান হচ্ছে মানুষের মস্তিস্কক্রিয়া এবং বাগযন্ত্রের মাধ্যমে ভাব প্রকাশের এক একটি প্রকৃয়া। "গানের ভাষাতেই আল্লাহ কথা বলেন বলেই অতীতে সকল ঐশীগুলি সুর-ছন্দ বা গানের মাধ্যমে নাজিল হয়েছে" .......... মানে নিরাকার আল্লাহ'র বাগযন্ত্র, মস্তিস্ক দুটোই আছে?? তাহলে তো আল্লাহ তায়ালার মাথা ব্যাথা, কাশি প্রভৃতি অসুখ হয়ে থাকে!!...............থাক! আর কিছু বলতে চাচ্ছি না, পাঠক নিজের মনেই প্রশ্ন বের করতে থাকুন। এখন একটি প্রশ্ন শুধু মাথায় এসেছে। বয়োজ্যেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় বাসার সাহেব শুনেছি আমেরিকায় থাকেন। বিজ্ঞানের স্বর্গ বলে খ্যাত আমেরিকায় থেকে তিনি যে ধরণের চিন্তা-ভাবনা ধারণ করেন, তাহলে এই বাংলাদেশের অজপাড়াগাঁয়ে আমরা যারা থাকি তাদের অবস্থা কি হবে বলেন? বাসার সাহেব, আপনি তো দীর্ঘদিন সংস্কার আন্দোলন করতেছেন? কী ধরণের সংস্কার আপনি চাচ্ছেন, আপনার লেখা পড়েই বুঝা যাচ্ছে!! আকাশের এক কোণে ঈষৎ কালো মেঘ নজরে আসছে!!

**তৃতীয় প্রধান কারণে** আপনি প্রথম লাইনেই বলেছেন, "কোরান কেন সকল ধর্মগ্রন্থই এমন গ্রন্থ, যা সাহিত্যের সাহিত্য, দর্শনের দর্শন বিজ্ঞান, বিশ্বের সমূহ গ্রন্থাদির গ্রন্থ, উহাতে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত; দৃশ্য-অদৃশ্য, গোপন-প্রকাশ, আকাশ-জমিন, বস্তু-অবস্তু, অনু-পরমাণু, জীবন-মরণ-জীবন, রূঢ় জগত, চিন্তার জগত, উর্দ্ধ-নিম্ন জগত, জগতের জগত এমন কিছু নেই যা ঐশী গ্রন্থে নেই।" বাসার

সাহেবের একবার একটি লেখা থেকে জানতে পেরেছি, উনি বড়বাপ অর্থাৎ উঁনার নাতি-নাতনিরও সন্তান আছে। তাহলে আপনি যথেষ্ঠই বয়োজ্যেষ্ঠ। আপনাকে অশ্রদ্ধা বা অসম্মান করার বিন্দুমাত্র অভিলাস আমার নাই। আপনাকে একটি কথাই শুধু বলতে চাই, আশা করি, কিছু মনে করবেন না। দয়া করে আপনি আপনার সন্তান, নাতি-নাতনি অথবা তাঁদের সন্তানদেরও স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েন না। যদি এরই মধ্যে পাঠিয়ে থাকেন তাহলে অতি সত্ত্বর ফেরত নিয়ে আসুন। কী দরকার!! শুধুশুধু এতোগুলো বছর উঁনাদের কষ্ট করে (আপনার ভাষ্য মতে) শিক্ষিত রোবট বানিয়ে কিংবা নির্বোধের ফাইনাল পরিচয় লাভ করিয়ে!! তার থেকে বরং আপনি উনাদের হাতে, আপনার পছন্দ মতো চার-পাঁচটি কিতাব (কোরান, গীতা, বাইবেল ইত্যাদি) ধরিয়ে দিন। উনারা সেই সকল কিতাব (**সাহিত্যের সাহিত্য, দর্শনের দর্শন, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের যাবতীয় তথ্যসমৃদ্ধ**) পাঠ করুন। ভবিষ্যতে হয়তোবা আমরা উনাদের মাঝ থেকে নতুন করে নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, শামসুর রাহমান, সক্রেটিস, এরিস্টটল, নিউটন, আইনস্টাইন, কিংবা কিরো, নস্ত্রাদামুস ইত্যাদি পেয়ে যেতে পারি। বাংলাদেশের ভবিষ্যত কত উজ্জ্বল দেখেছেন কী? নোবেল পুরস্কার হাতের মুটোয়, ভাবতেই গর্বে বুকটা ফুলে উঠে!! আচ্ছা, উনারা তখন কী বাংলাদেশী বলে নিজেদের পরিচয় দিবেনতো??

**চতুর্থ প্রধান কারণে** আপনি যে সকল পয়েন্ট বর্ণনা করেছেন, সে সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই না। কারণ, কে কোরানের কোনো আয়াত অনুবাদ করতে গিয়ে আদৌ ভুল করেছেন কী না তা আমার জানা নেই। তার উপর আরবি ভাষায় আমার দখল নেই। আবার বাসার সাহেব এ সম্পর্কে ভুল বক্তব্য দিচ্ছেন কী না, সেটাও জানি না? তবে **প্রসঙ্গে ক্রমে**'র মধ্যে বাংলাদেশের দশজন হাফেজের যে পরীক্ষা নেয়ার দাবি জানিয়েছেন, তাতে আমার পূর্ণ সম্মতি আছে। তবে আমি মনে করি পরীক্ষাটি শুধু কোরানের উপর না হয়ে যদি সবগুলি ধর্মগ্রন্থ (বেদ, গীতা, বাইবেল ইত্যাদি)'কে কেন্দ্র করে হয় তাহলে দারুন হবে! বিশেষ করে হিন্দু ধর্মগ্রন্থ বেদ, গীতা, উপনিষদ, রামকৃষে-র বাণী, বিবেকানন্দের বাণী, শঙ্করাচার্যের বাণী ইত্যাদি পরীক্ষার জন্যে উন্মুক্ত ভাবে ইসকন, রামকৃষ- মিশন, নাম-বেনামধারী কতশত বাবাজী-মাতাজী এগিয়ে আসেন তাহলে তো জমবে ভালো! অনেকদিন ধরে লাইভ সার্কাস দেখা হয় নি!! বাসার সাহেব, আপনি একটু প্রচেষ্টা করে দেখুন, উনাদের উন্মুক্ত স্থানে বসানো যায় কী না?

চতুর্থ প্রধান কারণের শেষের দিকে বলেছেন "৩:৭ নং আয়াতটির প্রচলিত অনুবাদেও ভিন্নমত আছে :
১। - - আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ উহার রূপক অর্থ জানে না এবং - - [ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও অন্যান্য]
২। - - অথচ ইহার ব্যাখ্যা জানেন আল্লাহ এবং জ্ঞানে পরিপক্ব লোকগণ - - [আহমদিয়া মুসলিম জামাত]"

এর পর আপনি আয়াতটিকে আপনার মতে অতি পুরাতন সূত্রের মধ্যে ফেলে তুলনা করেছেন। বাসার সাহেব, বাংলা ভাষাতে কী তুলনা করার জন্য বাক্যের অভাব পড়েছিল, যে আপনাদের এই পবিত্র (!!) কোরানের আয়াতটিকে প্রস্রাব করা, না করার সাথে তুলনা করতে হলো!! হায়! হায়! আপনারা পারেন ও বটে। প্রয়োজন হলে কোরান'কে পবিত্র বলে মাথার উপর তুলে নেন এবং প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে নাভির নীচেও নামিয়ে দেন।

ঠিক আছে, কি আর করা? বাসার সাহেব যখন "**অতি পুরাতন সূত্র**"-এর সাথে **৩:৭** নং আয়াত মেলালেন, এবার আমিও একটুমিলিয়ে নেই। তবে বলে রাখি, আমার এই মেলানো'কে সিরিয়াসলি নিবেন না। আপনারা নিজেদের যুক্তি-বুদ্ধি দ্বারা যাচাই করে সিদ্ধান্ত নিবেন আশা করি। "এখানে প্রস্রাব করিবেন না করিলে পাঁচশ টাকা জরিমানা"-এর শুদ্ধ বাক্যটি হচ্ছে "এখানে প্রস্রাব করিবেন না, করিলে পাঁচশ টাকা জরিমানা"। এবং অশুদ্ধ বাক্য হচ্ছে "এখানে প্রস্রাব করিবেন, না করিলে পাঁচশ টাকা জরিমানা।" এখন

শুদ্ধ বাক্যের পাশাপাশি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের এবং অন্যান্যের অনুবাদ করা আয়াতটি বসিয়ে দিন, এবং অশুদ্ধ বাক্যের পাশাপাশি আহমদিয়া মুসলিম জামাতের আয়াতটি বসিয়ে দিন। তাহলেই উত্তর পেয়ে যাবেন। এখানে আমি বাসার সাহেবের দেয়া বাক্যগুলির সাথে দুটি ভিন্ন অর্থের আয়াত শুধুমাত্র সিরিয়ালি বসলাম। দেখা যাচ্ছে, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুবাদ করা বাক্যটি সঠিক, যার প্রায় হুবুহু অনুবাদ করেছেন হাফেজ মুনির উদ্দিন (যার আয়াত আমি রায়হানভাই'কে লেখা খোলা চিঠিতে উল্লেখ করেছিলাম)। এবং আহমদিয়া'দের করা অনুবাদ ভুল। অবশ্য অনেকেই দেখেছি আহমদিয়া'দের মুসলমান মনে করেন না। বাংলাদেশে তাঁদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে গুরতর অভিযোগ (!) হচ্ছে, আহমদিয়ারা না কী কোরানের আয়াত ইচ্ছে মতো অনুবাদ করেছেন। আমি নিশ্চিৎ নই, এই ধরনের অভিযোগের ভিত্তি আছে কী না? তাই পাঠক, আপনারা নিজেরা বিচার বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিবেন। তবে বাসার সাহেবের লেখা পড়ে মনে হলো উনি সহ কয়েকজন ছাড়া আর কেউই মুসলমান নন। (দেখুন প্রথম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় বাক্য) শিয়া, সুন্নী, ওহাবি, খারেজী, রাফেজী, আহমদি ইত্যাদি দল-উপদলকে মোরতাদ ঘোষনা করে বসে আছেন। বড় জানতে ইচ্ছে করে, অন্য (মুসলিম) কাউকে মোরতাদ ঘোষনা করার অধিকার কী কোরানে সর্বসাধারণের জন্ম উন্মুক্ত করে দিয়েছে কি? আমার জানা নেই, এ বিষয়ে কোন আয়াত যদি আপনার জানা থাকে তবে দয়া করে জানাবেন। আর যদি এরকম আয়াত না দেয়া থাকে, তবে কষ্ট করে ১৭:৩৭ আয়াতটি দেখে নিবেন।

আচ্ছা, আজ এই পর্যন্তই। ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন। আর একটি কথা, আমার ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃত কোন বক্তব্যে আপনি আঘাত পেয়ে থাকলে ক্ষমা করে দিবেন।

ধন্যবাদ সবাইকে। সবার জন্য শুভকামনা।